যুগান্তর

তারিখ 12 MAY 2015
পৃষ্ঠা 21 কলাম 2

আমতলীতে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল উৎসবের তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি

ফেঁসে যাচ্ছেন এক শিক্ষক

আমতলী প্রতিনিধি

আমতলী এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল উৎসবের তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তকারী দল সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেছে। ফেঁসে যাচ্ছেন কলেজ প্রভাষক ফজলুল হক।

আমতলী এইচএসসি পরীক্ষা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র ও বকুলনেছা মহিলা কলেজ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষায় ৫টি কলেজের ৯৩১ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। পরীক্ষা চলাকালে নকল সরবরাহে ৫ কলেজের অধ্যক্ষের সমঝোতায় পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে মুঠোফোনে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে বাহিরে নিয়ে উত্তর লিখে কেন্দ্রে সরবরাহ করা ওসিট প্ল্যান পাল্টিয়ে ছাত্রছাত্রীর বিশেষ ব্যবস্থায় আসন বরাদ্দের অভিযোগে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচিত এ ঘটনায় রোববার দিনভর বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সচিব আ. মোতালেব হাওলাদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত দল দফায় দফায় তদন্ত করেছে। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, তদন্ত টিম বকুলনেছা মহিলা কলেজ, আমতলী ডিগ্রি কলেজ, থানা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দফতরে তদন্তের কাজ করেন। এ সময় তারা পরীক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই কলেজের অধ্যক্ষ, পরিচালনা কমিটির সদস্য, কেন্দ্র সচিব, উপ-সচিবসহ কক্ষ পরিদর্শক ও কর্তব্যরত পুলিশের বক্তব্য শুনেছেন এবং তাদের কাছ থেকে লিখিত নিয়েছেন।

এদিকে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে অভিযুক্ত প্রভাষক গোলাম মোস্তফা, কবির হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান, সুমন মুন্সী এ ঘটনা অস্বীকার করে লিখিত দিয়েছেন। কেবল আমতলী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ফজলুল হক সংবাদপত্রের ভাষ্য অনুসারে তিনি দাবি করেছিলেন এ অনিয়মের তথ্য-প্রমাণ তার কাছে আছে। তদন্তকারী দল তথ্য-প্রমাণ বিষয়ে জানতে চাইলে ওই শিক্ষক তা অস্বীকার করেন। এমনকি তিনি লিখিতভাবে জানান সাংবাদিকের সঙ্গে কোনো ধরনের কথা বলেননি তিনি।